Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen,
Ex. M, L. C.

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর
সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ
কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
আবিষ্কৃত

সোণামুখী
কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়
মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৫ই বৈশাখ বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 19th May. 1948 | ১ম সংখ্যা

আপনার
কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
করপোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ
ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট, বালুহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।

সুদের হার—		স্থায়ী আমানত :—	
কারেণ্ট	১৲ শতকরা	৩ মাসের জন্য	৩৷৷০ টাকা শতকরা
সেভিংস	৩৲ ,,	৬ ,, ,,	৪৲ ,, ,,
হোম-সেভিংস	৩৲ ,,	১ বৎসরের ,,	৫৲ ,, ,,
		২ ,, ,,	৫৷৷০ ,, ,,
		৩ ,, ,,	৬৲ ,, ,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টার
ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

জঙ্গিপুর সংবাদের পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে তাহার জন্মকথা

ইংরাজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১৩০৯ সালে দফরপুর নিবাসী শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের দিনগত পাপক্ষয়ের উপায় উদ্ভাবনের চিন্তার মধ্যে ছাপাখানা খুলিবার মতলব আসিয়া জুটিল। ইতিপূর্ব্বে ছাপাখানা তিনি কখন দেখেন নাই। স্বগ্রামের জনৈক কুসীদ ব্যবসায়ী সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট শতকরা মাসিক ১৷৷০ দেড় টাকা হার সুদে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ধার লইয়া সের তিনেক চিড়া এবং কিছু বাতাসা সঙ্গে লইয়া কলিকাতা মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিতে চলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কলিকাতা কখনও যান নাই। কলিকাতার পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে রহিল পি, এম, বাগচীর ডাইরেক্টরীর কলিকাতার পাতা কয়টী। শরৎ পণ্ডিতের সহাধ্যায়ী জোতকমল গ্রামের ডাঃ বসন্তকুমার সরকার তখন ৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের মেসে থাকিয়া ক্যাম্বেলে পড়িতেন। দফরপুরের নিকটতম রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল ১১ মাইল দূরবর্ত্তী বোথারা (বর্ত্তমান মোড়গ্রাম)। বোথারায় ট্রেনে উঠিয়া বসন্তকুমারের ৮নং পটলডাঙ্গা বাসায় কেমন করিয়া যাইবেন সেই চিন্তায় প্রবল হইয়া উঠিল। সূচীপত্র দেখিয়া পটলডাঙ্গা বাহির করিলেন—দেখিলেন ২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পটলডাঙ্গা আরম্ভ; আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাহির করিয়া দেখিলেন ৪৬নং হ্যারিসন রোডের নিকট আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সঙ্গে কাটাকাটি হইয়াছে। মনে মনে ভরসা হইল হ্যারিসন রোড তো পুল পার হইলেই পাইব (শোনা ছিল) তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাহির করিয়া পটলডাঙ্গা আবিষ্কার করিতে দেরী হইবে না। বাস্তবিকই কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি (শরৎ পণ্ডিত) বসন্ত বাবুর বাসায় গিয়া উঠিলেন। বসন্তকুমারের তক্তপোষের নীচে নরকঙ্কাল দেখিয়া মেসের ঠাকুরের শয়নঘরে চিড়া এবং বাতাসার পুঁটলি রাখিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া বটতলা হইতে ।৭ সতর সের বাংলা পুরানো অক্ষর ও একটী ডেমির সমান বনাত বসানো ডালাযুক্ত বাক্সের মত কাঠের প্রেস (ভাঙ্গা) লইয়া আসিয়া দফরপুর গ্রামে নিজের বাস্তভিটায় মুদ্রাযন্ত্র খুলিলেন। তখন শরৎ পণ্ডিতই এখানকার থ্যাকার স্পিঙ্ক। কাহারো কিছু ছাপাইতে হইলে জঙ্গিপুর হইতে দফরপুর সহর ছুটিতে হইত। তখন জঙ্গিপুর অতুল স্কুলের হেডমাষ্টার প্রাতঃস্মরণীয় ভোলানাথ সরকার মহাশয় (শরৎ পণ্ডিতের পিতা ৺হরিলাল পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র) ইংরাজী অক্ষর আনিবার জন্য বলিলেন। ১৭৲ টাকা দিয়া আধ মণ পুরানো (প্রায় নূতন) ইংরাজী টাইপ পাওয়া গেল। তার পূর্ব্বে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রশ্নপত্র শ্রুতিলিখনে লিখিয়া তবে পরীক্ষা হইত। স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহে প্রশ্নপত্র ছাপানো প্রথা প্রথম চলতি হইল এই পণ্ডিত প্রেস হইতে। তখন ইস্কুলের ক্লার্কের কাজ করিতেন স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নিত্যগোপাল দাস মহাশয়। তাঁহারই প্রচেষ্টায় প্রতি সপ্তাহে প্রতি ছাত্রের নিকট মাত্র ৲৫ এক পয়সা হিসাবে (ফ্রি ছাত্রদের তাও দিতে হইত না) লইয়া শনিবার শনিবার এক এক বিষয়ের পরীক্ষা হইত। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক প্রসন্ন বাবু, পশুপতি বাবু, সেক্রেটারী তারাপদ বাবু প্রভৃতি মহোদয়গণ এই ৲৫ পয়সার প্রশ্নে শনিবার শনিবার পরীক্ষা দিয়াছেন।

দফরপুর পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে পণ্ডিত প্রেস স্থানান্তরিত হইল। যখন শ্রীযুক্ত অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর) মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১ম মুন্সেফ (পরে এই জেলার জজ সাহেব হন) শ্রীযুক্ত নরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বর্ত্তমানে রায়বাহাদুর) দ্বিতীয় মুন্সেফ, তখনই মুন্সেফী আদালতের স্থাবর সম্পত্তি নীলামের ঢোল ঘাড়ে লইয়া বাহির হইল "জঙ্গিপুর সংবাদ"।

এই নীলামের ঢোল কাড়িয়া লইবার কারণেরও উদ্ভব মধ্যে মধ্যে না হইয়াছে এমন নহে।

"চিরদিন কভু সমানে না যায়"

দেশদরদীগণের বুক ফাটা চেষ্টায় মহকুমার কর্ত্তা রকমারী চাঁদা আদায়ের ফণ্ড খুলিলেন—চাঁদা আদায় করিয়া রসিদ দিবার মত কাঁচা কাজ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। পি, ডব্লিট, ডি, এর গাছ ৫৲ টাকায় কিনিয়া লাভ করিলেন বিস্তর। যার কাছে সেই গাছ উচ্চ মূল্যে বেচিয়াছিলেন তার হাতের লেখা রসিদ এর প্রতিলিপি নীলামের ঢোলওয়ালা প্রকাশ করিল। কর্ত্তার খেয়াল হইল ফৌজদারী আদালতের সদর দরজা বন্ধ থাকিবে। যে আসিবে, বা বাহিরে যাইবে, তাহাকে চারসিঁড়ি উঠিয়া একটী স্তম্ভে দাঁড়াইয়া আবার পাঁচ সিঁড়ি নামিতে হইবে। সাইকেল আরোহীকেও তাহাই করিতে হইত। নীলামের ঢোলওয়ালা তাহার ঢোলে এ বাজনাও বাজাইল। আজও সেই স্তম্ভ ফৌজদারী গেটের দক্ষিণস্থ মুচুকুন্দ গাছের নিকটে সহীদ স্তম্ভের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া নীলামী ঢোলওয়ালার ঢোল কাড়িয়া লওয়ার এবং অনাহার ক্লেশ সহ্য করার স্মৃতি ও ভীতি উদ্রেক করিতেছে।

ঢোলওয়ালা যদি সানাইএর পোঁ ধরার সঙ্গে তাল ঠিক না রাখিতে পারে তখনই সানাইধারীদের হয় রাগ।

পণ্ডিত প্রেস ও জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা শরৎ পণ্ডিত যদি নীলামের ঢোল ছাড়া আর কিছু না বাজাইয়া সানাইএর পোঁ ধরিতেন, তবে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিতে বিলম্ব হইত না। লালগোলার মহারাজা বাহাদুর একটী ১১০০৲ টাকা দামের নিজে নিজে কালি দেওয়া মুদ্রাযন্ত্র শরৎ পণ্ডিতকে দিয়াছিলেন। পণ্ডিত, মহারাজাকে বৎসরে ১০০৲ টাকা হিসাবে পরিশোধ করিবার কথা বলিয়া মেসিনটী লইয়া আসিয়া পাছে তিনি মরিয়া গেলে, পুত্রেরা মহারাজাকে টাকা না দেয়, সেইজন্য ছাপাখানার ঘরখানা মর্গেজ দিয়া ১১০০৲ টাকার এক কিস্তিবন্দী দলিল রেজিষ্টারী করিয়া মহারাজাকে স্বহস্তে দিয়া আসিলেন। দুই বৎসরে ২০০৲ টাকা দেওয়ার পর কন্যার বিবাহের জন্য বহরমপুর ব্যাঙ্কে ছাপাখানার ঘর মর্গেজ দিবার দরকার হয়। তখন মহারাজাকে তাঁর মেসিন ফেরত দিয়া বেহাণী কিস্তিবন্দী ফেরত লইয়া ব্যাঙ্কে

বাঁধা দেন। দুই বৎসর ব্যবহার করার জন্য প্রদত্ত ২০০৲ টাকাও ফেরত লন নাই। পুত্রের উপনয়নে, কন্যার বিবাহে, কোনও পরিচিত ধনীকে নিমন্ত্রণ করা তাঁকে টেক্স করা মনে করেন। পুত্রের উপনয়নে ভিক্ষা মা, ভিক্ষা বাবা করিয়া, তাঁহাদের স্বর্গের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবার প্রলোভন দেওয়াকে ধাপ্পাবাজী মনে করেন। পুত্রের বিবাহে পণ তো লইবেন না, লাভবান্ হইবার প্রবৃত্তি যদি মনের কোণে গোপনে উদিত হয়, তবে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছেলে মরিয়া যায়—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ-সভার মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলের নিকট মাথা খারাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে, লোকের যে ধাপ্পাবাজী কাগজ কলমে প্রমাণ করা যায় অতিরিক্ত মুনাফাখোর ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার সুযোগ যদি পাওয়া যায় তাহা কখনও ছাড়িয়া দেওয়া সংবাদপত্রের পক্ষে অধর্ম্ম। আমাদের নীলামী ঢোলের এই সব ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধা যাঁহারা সহ্য করিয়াও "জঙ্গিপুর সংবাদকে" স্নেহের চক্ষে দেখেন তাঁহাদের স্নেহই আমাদের সম্বল।

"জঙ্গিপুর সংবাদ" বহু বাধা বিঘ্ন, কাইজারের সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধ ও হিটলারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত ভীষণতা ও মহার্ঘতা সহ্য করিয়াও, আজ ৩৪শ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৩৫শ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভবিতব্যই জানেন—"অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।"

শুভ সংবাদ ! শুভ সংবাদ !!

বহরমপুরে বরফ

গ্রাহকগণ সত্বর হউন

বহরমপুর আইস্ কোম্পানী

খাগড়া বাঁশহাট্টা লেন।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

পশ্চিম বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের বীরভূমের প্রতিনিধি ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পূর্ব্ব পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত ভারত সরকারের সরাসরি সংযোগ থাকিবে।

সম্রাটের জন্মদিনে সমগ্র ভারত ডোমিনিয়নে সাধারণ ছুটি

বোম্বাই সরকারের এক প্রেসনোটে প্রকাশ, এই বৎসর ১০ই জুন তারিখে মহামান্য সম্রাটের জন্মদিবস সমগ্র ভারত ডোমিনিয়নে পালিত হইবে। এই দিন সাধারণ ছুটি ঘোষিত হইবে এবং ইউনিয়ন জ্যাক ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইবে। কিন্তু এই দিন কোন উৎসবাদি হইবে না।

বারাকপুরের নাম পরিবর্ত্তনে তীব্র আপত্তি

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বারাকপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "গান্ধীঘাট" নাম রাখিবার কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বারাকপুর সাব-ডিভিসনাল এসোসিয়েশনের এক সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এই সভায় পৌরোহিত্য করেন।

আফিং উদ্ধার

চীনদেশগামী একটী জাহাজের পার্শ্বে একটী নৌকায় কলিকাতার জল-পুলিশ ছয় মণ আফিং ধরিয়াছে। মাঝি-মাল্লা পলাইয়া বাঁচিয়াছে। ইহার মূল্য নাকি ছয় লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসালয়

তিন মাইল অন্তর নাকি এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। ইহার ব্যয়ের তুলনায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিলে দেশের বহু উপকার হইত। দরিদ্র দেশের এ ঘোড়া-রোগ না ঘুচিলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে না। কিন্তু শুনে কে?

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জুন ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২০৯ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং পদ্মকামিনী দেবী দিং দাবি ৪৬৬।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ২৫-৬৮ শতকের কাত ১৭৪/৩ আঃ ৪৩২৲ খং ৮৩১

৭৬ খাং ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ তেওয়ারী দিং দেং আবদুল গণি সেখ দিং দাবি ১২৸৵৬ থানা সুতী মৌজে হারোয়া ১-২৬ শতকের কাত ২।৵১০ আঃ ১০৲ খং ২৭৭

১০৩ খাং ডিঃ যজ্ঞেশ্বর মিশ্র দিং দেং কাঙ্গালীচরণ দাস দিং দাবি ১৪।৵৯ থানা সুতী মৌজে ভাবকী ২/০ বিঘা জমির কাত ১॥৵০ আঃ ৫৲ খং ৩১৬ মোকররী স্বত্ব

১৯১ খাং ডিঃ কালীপদ সিংহ দিং দেং গৌরাঙ্গচন্দ্র সরকার দাবি ১২৸৵৯ থানা সুতী মৌজে ধুসরীপাড়া ৫৬ শতকের ১।৵৪॥ আঃ ৫৲ খং ২৩

১৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং জুলরহমান বিশ্বাস দিং দাবি ২৭/৬ মৌজাদি ঐ ১-৬২ শতকের কাত ৪৸১০ আঃ ১০৲ খং ৬

১৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং হাসু সেখ দাবি ২৬।৵০ থানা ঐ মৌজে হাপানিয়া ১-৬০ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ খং ১০১

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে জুন ১৯৪৮

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

৬৫০ খাং ডিঃ জগদিন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং হিরণ্ময়ী দেবী দাবি ১৭৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে পাউলী ৪৬ শতকের কাত ১৸১০ আঃ ৫৲ খং ৫৩

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

১৩২ খাং ডিঃ ওয়াকফ ষ্টেটের জয়েণ্ট মাতোয়ালি মৌঃ মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং দরবারী সর্দ্দার দিং দাবি ২৮৷০ থানা ফরক্কা মৌজে বাহাদুরপুর ৪৷৩৩ জমির কাত ৩৵৩ আঃ ২০৲ খং ২৬৯

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ
গান্ধিন, পোঃ সুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

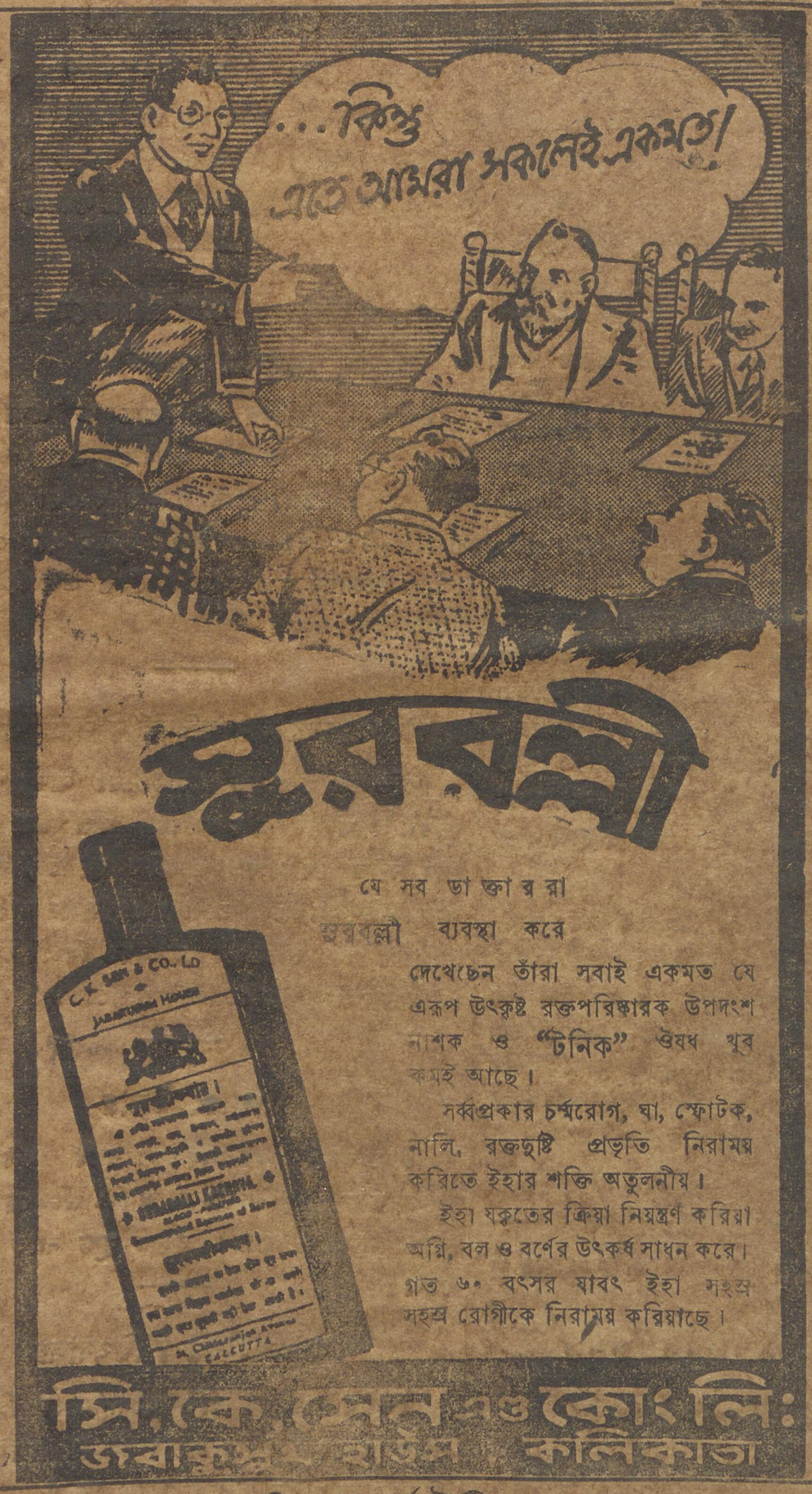

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৫৫ সাল, ইংরাজী ১৯শে মে ১৯৪৮

বহরমপুর ম্যাজিষ্ট্রেট অফিস্।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পার্শ্বের লিখিত রাস্তায় মোটর বাস, ট্রাক ও ট্যাক্সি চালাইবার 'রুট পারমিটের' জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি কাহারও এ বিষয়ে কোন আপত্ত্য থাকে তাহা হইলে আগামী ১২ই জুন, ১৯৪৮ মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি দাখিল করিবেন এবং তাহার এক প্রস্থ নকল যাহার বিরুদ্ধে আপত্তি দিবেন তাহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আগামী ১৯শে জুন বেলা ২টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আর, টি, এর মিটিং হইবে এবং উক্ত মিটিংএ রাস্তার পারমিট ও আপত্ত্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। ইতি—

এস, এম, মুখার্জ্জি।
সেক্রেটারী রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটী
মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর
৬।৫।৪৮

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা—		যে রাস্তার জন্য পারমিট চাহিয়াছে—
	মোটর বাস (ষ্টেজ ক্যারেজ)	
সুরেন্দ্রনাথ পাল,	গোরাবাজার	বহরমপুর হইতে ভগীরথপুর
শঙ্করদাস পাল,	ঐ	
মণিমোহন ব্যানার্জ্জি	ঐ	
সুরেন্দ্রনাথ পাল,	গোরাবাজার	বহরমপুর হইতে জিয়াগঞ্জ
সনৎকুমার চৌধুরী দিঃ	খাগড়া	
শঙ্করদাস পাল,	গোরাবাজার	বহরমপুর হইতে সাগরপাড়া
মণিমোহন ব্যানার্জ্জি	ঐ	
রামপদ সেন	দৌলতাবাদ	
নির্ম্মলশিব চৌধুরী	খাগড়া	
সনতকুমার চৌধুরী দিঃ	খাগড়া	বহরমপুর হইতে গড়াইমারী
রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী	ঐ	
রামপদ সেন	দৌলতাবাদ	
নবগৌর পাল	বাজিতপুর, ডোমকল	ইসলামপুর হইতে সাগরপাড়া

সনতকুমার চৌধুরী দিঃ	খাগড়া	বহরমপুর হইতে জলঙ্গী
ত্রিপুরেশচন্দ্র পাল	গোরাবাজার	
দি ইউনাইটেড বেঙ্গল	রিফিউজিস্.	
মোটর করপোরেশন,	পাবনা গোরাবাজার	
রাজেন্দ্রকিশোর কর	খাগড়া	
রামপদ সেন	দৌলতাবাদ	
নির্ম্মলশিব চৌধুরী	খাগড়া	বহরমপুর হইতে কাতলামারী
রামপদ সেন	দৌলতাবাদ	
দি ইউনাইটেড বেঙ্গল রিফিউজি		
মোঃ, কঃ, পাবনা, হাল সাং গোরাবাজার		বহরমপুর হইতে আমতলা
ঐ	ঐ	বহরমপুর হইতে পাটিকাবাড়ী
রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী	খাগড়া	বেলডাঙ্গা হইতে পাটিকাবাড়ী
দি ইউনাইটেড বেঙ্গল রিফিউজি		
মোঃ, কঃ, পাবনা, হাল সাং গোরাবাজার		বহরমপুর হইতে ভগবানগোলা
মণীন্দ্রনাথ সাহা	ভগবানগোলা	ভগবানগোলা হইতে আখেড়িগঞ্জ
ঐ	ঐ	কৃষ্ণপুর হইতে জঙ্গীপুর
মোহনলাল জৈন	জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর হইতে কৃষ্ণপুর
দি ইউনাইটেড বি, আর, এম, সি—	গোরাবাজার	
হরপ্রসাদ দত্ত	কান্দী	
রাধাকিশোর দত্ত	ঐ	
মনোরঞ্জন ঘোষ	ঐ	
ধীরেন্দ্রনাথ বোস	রাধারঘাট	
শ্যামাপদ ঘটক	জেমো	
বিজয়কৃষ্ণ প্রামাণিক	কান্দী	রাধারঘাট হইতে কান্দী
রাজেন্দ্রকিশোর কর	খাগড়া	
শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ	জেমো	
গোলবদন ত্রিবেদী	কান্দী	
শৈলেন্দ্রচন্দ্র চৌবে	জেমো	
শ্রীপতি সিংহ	ছাতিনা কান্দী	
মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট মোটর এমপ্লয়িজ—		
ইউনিয়ন	কান্দী	
শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়,	রায় সন্স এণ্ড কোঃ	

রত্নমালা ঘোষ হাজরা	পাঁচথুপী	কান্দী হইতে পাঁচথুপী
হরিনারায়ণ ঘোষ হাজরার বাটী		
ভোমরলাল বোথরা	খাগড়া	কান্দী হইতে সাঁইথিয়া
মণীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত দিঃ	ঐ	
বিজয়েন্দ্র ঘোষ হাজরা	কান্দী	
মণীন্দ্রনাথ সাহা	ভগবানগোলা	
জয়ন্তীকুমার সাহা	ঐ	
কান্দী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল		
লিমিটেড	কান্দী,	রাধারঘাট—কান্দী—সাঁইথিয়া
ধীরেন্দ্রমোহন সাহা	ভগবানগোলা	কান্দী হইতে সাঁইথিয়া
রবীন্দ্র ঘোষ হাজরা	কান্দী	কান্দী হইতে সালার
বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জি	রাধারঘাট	কান্দী হইতে সেরপুর
সুধীরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	বামনাবাদ	বামনাবাদ হইতে লালবাগ
ধীরেন্দ্রনাথ বোস	রাধারঘাট	গোয়ালজন হইতে পাঁচগ্রাম
মনমোহন ব্যানার্জ্জি	গোরাবাজার	

ট্যাক্সি

অতুলকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জি, ঘোষবাটী	কান্দী	মুর্শিদাবাদ জেলায়
হৃদয়কুমার দাস	কান্দী	
সিদ্ধার্থকৃষ্ণ ঘোষ	কান্দী	
ক্ষিতিশচন্দ্র সিংহ	রসোড়া	
	পোঃ—রসোড়া	

ট্রাক্ (মালবাহী লরী)

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	কান্দী	রাধারঘাট হইতে সুলতানপুর
বিশ্বেশ্বরলাল ক্ষেত্রী	খাগড়া	বহরমপুর হইতে বেলডাঙ্গা
ঐ	ঐ	বহরমপুর হইতে জিয়াগঞ্জ
শৈলাংশুশেখর রায় চৌধুরী	কাদাই	মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট
নির্ম্মলশিব চৌধুরী	খাগড়া	সদর ও লালবাগ মহকুমা
মণীন্দ্রনাথ সাহা	ভগবানগোলা	কান্দী হইতে সাঁইথিয়া
ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট—		
পঞ্চাননতলা—বড়ুয়া কুঠি		সদর সাবডিভিসন

মণীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত	সৈদাবাদ	রাধারঘাট হইতে সাঁইথিয়া
ধীরেন্দ্রনাথ সাহা	লালগোলা	কান্দী হইতে সিউড়ী
মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট মোটর এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন	কান্দী	কান্দী হইতে রাধারঘাট
মোহিতকুমার ভট্টাচার্য্য	কাদাই	কান্দী হইতে রাধারঘাট
বেণীচাঁদ আগরওয়ালা	ধুলিয়ান	জঙ্গীপুর মহকুমা
বিশ্বেশ্বরলাল ক্ষেত্রী	খাগড়া	পলাসী হইতে লালগোলা
কান্দী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল লিঃ	কান্দী	রাধারঘাট—কান্দী—সাঁইথিয়া
সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	গোরাবাজার	সদর লালবাগ কান্দী সাবডিভিসন
সুধীরকুমার বিশ্বাস	বামনাবাদ	বামনাবাদ হইতে লালবাগ
হরপ্রসাদ দত্ত	কান্দী	কান্দী হইতে রাধারঘাট (প্রাইভেট কেরিয়ার)
ওসমান মণ্ডল	পাঁচগ্রাম	রাধারঘাট হইতে কান্দী

(৪ মাসের জন্য টেম্পোরারী পারমিট)

সর্প দংশনের আশ্চর্য্য ঔষধ

একজন সাধু বৈদ্য পাহাড়ের বনস্থলের একটী ক্ষুদ্র রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে ভীষণ অজগর সর্পের সহিত বড় ময়ুরের লড়াই দেখিয়াছিলেন তাহাতে সর্প ময়ুরকে বারে বারে ছোবল মারিতেছিল, ময়ুরও নানাভাবে সর্পকে আক্রমণ করিয়া চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঐ ময়ুর সর্পকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উড়িয়া গিয়া ঢোলা কালচিতে পাতা খাইয়া পুনরায় আসিয়া লড়াই করিতেছিল, এইরূপে ৫ বার যাতায়াতের পর ঐ সর্প মারা যায়। সাধু বৈদ্য ঐ ময়ুর খাওয়া নির্দ্দিষ্ট পাতা গ্রহণ করিয়া আনিয়া ঐ পাতা ভালরূপে চিনিয়া লইয়া আসিয়া বহু সর্প-দংশিত রোগীকে দিয়া বহু রোগী বাঁচাইয়াছেন এবং দেশের লোকের জীবন রক্ষার্থে ঐ পাতার সৎগুণ বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পাতা বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইলে রোগী তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা মুক্ত হইয়া আরোগ্য হইয়া থাকে। ঐ পাতা সকল স্থানে দেখা যায়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।